রোডক্র্যাশ: প্রতিরোধযোগ্য

সড়ক দুর্ঘটনা (রোড-এক্সিডেন্ট) ও রোডক্র্যাশঃ

"রোডক্র্যাশ" এবং "রোড-এক্সিডেন্ট" শব্দ দুটি প্রায় সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হলেও, তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। "রোডক্র্যাশ" শব্দটি সাধারণত এমন দুর্ঘটনাকে বোঝায়, যেখানে সড়কে কোনো পক্ষের ভুল, অবহেলা বা দায়বদ্ধতা থাকে। অন্যদিকে, "রোড-এক্সিডেন্ট" শব্দটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নির্দেশ করে, যেখানে দোষ বা দায় নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ, "ক্র্যাশ" হলো এমন একধরনের "এক্সিডেন্ট", যেখানে কারও অবহেলা বা ভুল জড়িত থাকে।

মূল পার্থক্যসমূহ:

- ক্র্যাশ: এমন একটি সংঘর্ষ বা দুর্ঘটনা, যেখানে রক্ষকের ভুল বা দায়িত্ব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।
- এক্সিডেন্ট: একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, যেখানে দোষ বা দায় নির্ধারণ কঠিন হতে পারে।

রোডক্র্যাশ প্রতিরোধযোগ্যঃ

রোডক্র্যাশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিরোধযোগ্য এবং পূর্বাভাসযোগ্য। এটি একটি মানব সৃষ্ট সমস্যা, যা সঠিক পরিকল্পনা, গবেষণা এবং কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

চালক, পথচারী এবং অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণ এই দুর্ঘটনা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় কার্যকর তদারকি, যেমন যানবাহনের নিয়মিত পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, একটি ত্রুটিপূর্ণ যান সহজেই প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

প্রমাণভিত্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তঃ

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে তথ্য-ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যুহার এবং গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। এটি একটি প্রতিরোধযোগ্য জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরও সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাত হ্রাস করা সম্ভব।

"সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ" একটি বৈশ্বিক ধারণা, যা মানুষের জীবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে গঠিত হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও দৃষ্যমান অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব।

২০০৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত **"World Report on Road Traffic Injury Prevention"** নামক প্রতিবেদনে রোডক্র্যাশ প্রতিরোধকে একটি বৈশ্বিক আহ্বান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবনী পন্থা অবলম্বন করে 'সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ' বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ব ব্যাংক, **OECD** এবং **ECMT** (বর্তমানে **International Transport Forum**) সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতে, সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের মূল কাঠামো হিসেবে 'সেফ সিস্টেম' পদ্ধতিকে গ্রহণ করা উচিত।

উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য হস্তান্তরযোগ্য, তবে স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সাফল্যের কিছু দৃষ্টান্তঃ

ইউরোপীয় অঞ্চলে, 'সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ' বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার ৩৬% হ্রাস পেয়েছে। যেমন, সুইডেনে মৃত্যুহার মাত্র ২.৮।

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক দেশেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে মৃত্যুহার ১৫% পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

'সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ' একটি নিরাপদ, কার্যকর ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গঠনে সহায়ক, যেখানে পথচারী, সাইকেল আরোহী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারকারীদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই ধারণাটিই জাতিসংঘ ঘোষিত "**সড়ক নিরাপত্তার জন্য বৈশ্বিক দশক (২০২১-২০৩০)**" কর্মপরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু, যার মাধ্যমে দেশগুলো একটি নিরাপদ, সবুজ এবং কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একসাথে কাজ করছে।

Reference:

1 World report on road traffic injury prevention: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42871/9241562609.pdf

2 OECD (1994) Targeted Road Safety Programmes, Paris: https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/02safetyonroads.pdf

3 Peden, M., Scurfield, R., Sleet, D., Mohan, D., Hyder, A., Jarawan, E. and Mathers, C. eds (2004) World report on road traffic injury prevention Geneva, World Health Organization

4 Safe System Approach: https://tinyurl.com/yurdveyf

NHF-BOS
Road Safety
Advocacy
Program

যোগাযোগ:

রোড সেফটি অ্যান্ড ইনজুরি প্রিভেনশন প্রোগ্রাম

ডিপার্টমেন্ট অব এপিডেমিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

২৬/৪, দারুস সালাম রোড, মিরপুর-০১, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ।

ওয়েবসাইট: www.nfh.org.bd

NHF-BOS Road Safey Advocacy